শবে মেরাজ (১৪৩৭ হিঃ)-এ ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে উপস্থাপিত

সুন্নাতে ভরা বয়ান

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরাজে মুস্তফার হিকমত সমূহ

(Bangla)

মেরাজে মুস্তফার হিকমত সমূহ

শবে মেরাজ (১৪৩৭ হিঃ)-এ ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে উপস্থাপিত

সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত:

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি দরূদের আধিক্যতা করে থাকি আমি **আপনার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপর দরূদ পড়ার জন্য কতটুকু সময় নির্ধারণ করবো। ইরশাদ করলেন: "যতটুকু চাও করে নাও।" আমি আরয করলাম: এক চতুর্থাংশ? ইরশাদ করলেন: "যতটুকু চাও করে নাও, কিন্তু যদি অধিক দরূদ পাক পাঠ করো ভালো হবে।" আমি আরয করলাম: অর্ধেক? ইরশাদ করলেন: "যতটুকু চাও পড়ো, তবে অধিক পড়লে উত্তম হবে।" আরয করলাম: আমি সবটুকু সময় আপনার উপর দরূদ পাক পড়তে থাকবো। ইরশাদ করলেন: "তাহলে এই আমল তোমার পেরেশানী সমূহ দূর করতে যথেষ্ট হবে এবং তোমার মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যাবে।"

(আল মুসতাদরাক, কিতাবুত তাফসীর, বাব আকসারু আলিয়্যিস সালাতু ফি ইয়াউমিল জুমুআ, ৩য় খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, নং- ৩৬৩১)

বেইটতে উঠতে জাগতে ছুতে,
হো ইলাহী মেরা শিয়ার দুরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রজবের দোয়াঃ

রজবে এই দোয়া পাঠ করা সুন্নাত, যখন রজব মাস আসতো তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া পড়তেন:

"اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبٍ وَّشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ۔" অর্থাৎ- **হে আল্লাহ্!** তুমি আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছাও।" **(আল মুজামুল আউসাত লিত তাবরানী, ৩য় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৯৩৯)**

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ **(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা)

www.dawateislami.net

এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহান ও বরকতময় রাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ১৪৩৭ হিজরী সনের রজবুল মুরজ্জাবের ২৭ তারিখের রাত। **আল্লাহ্ তাআলার** লাখ লাখ শোকর যে, তিনি আমাদেরকে আরেকবার পূনরায় মহা মর্যাদাময় ফযীলত ও বরকতময় পবিত্র রাত নসীব করেছেন। এটা ঐ মহান ও বরকতময় রাত, যে রাতে **আল্লাহ্ তাআলা আমাদের আক্বা, মুহাম্মদ মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করেছেন। **মেরাজে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কি কি হিকমত রয়েছে, আজকের এই নূরানী রাতে কি কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, কেমন কেমন আলোর বিকিরণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, এর বয়ান করার কে হক আদায় করতে পারে? অবশ্য সংক্ষিপ্ত কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হবে গভীর মনযোগ ও আন্তরিক ভাবে শুনুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **মেরাজের দুলা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা অন্তরে আরো বৃদ্ধি পাবে।

www.dawateislami.net

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রেম ভালবাসার মধ্যে ডুবে **মেরাজে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃশ্য অবলোকন করে "কসীদায়ে মেরাজিয়া"র প্রথম ১২ পংক্তির মধ্যে কি বলেছেন, আসুন! আপনাদেরকে ঐ পংক্তিগুলোর সারাংশ শুনাচ্ছি:

আজকের রাতে **হুযুর সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশে মুয়াল্লায় উপস্থিত হলে তখন ঐ সম্মানিত মেহমানের খুশি ও আনন্দের জন্য সমস্ত উপকরণ একত্রিত করা হলো। আজকের রাতে সমস্ত ফেরেস্তা ও সমস্ত আসমানে যার যার সূর ও ছন্দে বুলবুলির মতো সংগীত গাইছে এবং বলছে যে, আজকের রাতের কেমন বাহার, হে বাহার! তোমায় এই আনন্দ মোবারক। আর হে বাগান! তোমাকেও আবাদ ও বাহার মোবারক, আজকের রাতে আসমান ও জমিনে উভয়ের উপর আনন্দ জোয়ার বইছে এবং সাড়া জাগাচ্ছে। আজকের রাতে **নূর ওয়ালা আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের খুশিতে নূরের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। (যেমন নতুন দুলার আগমনে ফুল বর্ষন করা হয়) আজকের রাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে ঐ নূরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সুঘ্রান সুবাশ ছড়াচ্ছে এবং খুব উৎফুল্ল, যেমনি ভাবে বিবাহের ঘরে হয়ে থাকে। আজকের রাতে খুশিতে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা থেকে এই পরিমাণ নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে, যেটা আরশ পর্যন্ত সমস্ত আসমান আলোকিত করে দিয়েছে। আজকের রাতে এই পরিমাণ (আলো) ঝলমল করছে যে, এমন মনে হচ্ছে; সব জায়গায় আয়না লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কা'বা শরীফ এক নতুন দুলহানের মতো সুন্দর হয়ে গেছে। আজকের রাতে তার সৌন্দর্য্যের মধ্যে উৎসাহ ও যৌবন এসে গেলো এবং হাজরে আসওয়াদের উপর উৎসর্গ হয়ে যাবো যে, যেটা কা'বার মাঝখানে একটি তিলের মতো। আজকের রাত এর মধ্যে লাখো সাজ সজ্জার রং ভরে গেছে। আজকের রাতে **মেরাজের দুলা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক ও সম্মানীত এবং পবিত্র চক্ষুদ্বয়ে বিশেষ আলো রয়েছে।

www.dawateislami.net

আজকের রাতে খুশির মেঘ দলবদ্ধ হয়ে আসছে, অন্তরের ময়ূর তার রং দেখাচ্ছে। আজকের রাতে নাতের মাধূর্য্য এমন পরিণত হয়েছে হেরমও উন্মত্ততায় ছিলো। আজকের রাতে কা'বার ছাদের উপর তৈরীকৃত সোনালী নালা যেটান নাম "মীযাবে যর" ঝুমুরের মতো মনে হচ্ছে। আজকের রাতে কা'বাযে মুয়াজ্জমা চমকাচ্ছে এবং এর সুরবিত গিলাফ রাতের শীতল হাওয়ায় উড়াচ্ছে এবং এর থেকে সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। আজকের রাতে সুঘ্রাণে মিশ্রিত কা'বার গিলাফ উন্মত্ত হয়ে আন্দোলিত হচ্ছে। আজকের রাতে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ও সুউচ্চ চুঁড়া এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, বাহ! বাহ! কি বলবো। আজকের রাতে সকালের বাতাস তার সবুজের মধ্যে এমন দোলা দিচ্ছে যে, এমন মনে হচ্ছে; যেরূপ পাহাড় সমূহ সবুজ রঙ্গের উড়না উড়িয়ে রেখেছে। আজকের রাতে নদীর অবস্থা এটাই ছিলো যে, নদীরা গোসল করে প্রবাহিত পানির উজ্জ্বল পোশাক পরিধান করেছে। আজকের রাতে **মেরাজের দুলা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অভ্যর্থনা চাঁদের চাঁদনীর পুরনো বিছানা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আলোকিত সৃষ্টির চোখের স্বর্ণ ও রেশমের সূতা দিয়ে তৈরীকৃত বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয়ে ছিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেটা মহান ও উজ্জ্ব রাত যে, যেটাতে **আমাদের আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করা হয়ে ছিলো। আজকের রাতে সমস্ত ফেরেস্তাদের সর্দার হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে দ্রুতগামী আরোহী বোরাক নিয়ে উপস্থিত হন। ফেরেস্তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুলা বানিয়ে দিলো। খুব সম্মান সহকারে বোরাকের উপর আরোহন করিয়ে দিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুব তাড়াতাড়ি মক্কায়ে মুকার্‌রমা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। সমস্ত নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অভ্যর্থনা জানালেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীদের ইমামতী করলেন। আজকের রাতে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত আসমান পরিভ্রমণ করেন এবং তার বিস্ময়কর বিষয়াবলী দেখেন। আজকের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক আসমানের আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সাথে সাক্ষাৎ করেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে নবীগণ মোবারকবাদ পেশ করেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ স্থানে পৌঁছেন যে, যেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ায় কারো সাহস নেই, এমনকি ঐ জায়াগায় জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও অক্ষমতা প্রকাশ করেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ জায়গায় পৌঁছেন যেখানে মানুষের বিবেকও কাজ করে না। আজকের রাতে **হুযুরকে** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলার** নিয়ামত দ্বারা ভরপুর করা হয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিশেষ নেয়ামত প্রদান করা হয়। আজকের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামাযের উপহার **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। যেটা সংক্ষিপ্ত করার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আকারে আমাদের নিকট ফরয করা হয়। আজকের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাত ও জাহান্নাম পরিভ্রমণ করেন। আজকের রাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ নৈকট্য অর্জন করেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কপালের চক্ষু দিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** দীদার লাভ করেন।

বাগে আলম মে বাদে বাহারি চলি, ছরওয়ারে আম্বীয়া কি সুয়ারি চলি,
ইয়া সুয়ারি ছুয়ে জাতে বারি চলি, আবরে রহমত উঠা আজ কি রাত হে।
তুর ছুঠি কো আপনি ঝুকানে লাগা, চান্দনি চান্দ হার ছো দেখানে লাগা,
আরশ ছে ফরশ তক জগমগানে লাগা, রশকে সুবহে সফা আজ কি রাত হে।
ইতরে রহমত ফিরিস্তে ছিড়কতে চলে, জিছকি খুশবো ছে রাস্তে মেহেকতে চলে,
চান্দ তারে জিলো মে চমকতে চলে, কেহকশা যেরে পা আজ কি রাত হে।
তুর পর রিফয়াতে লা-মকানি কাহা, لَن تَرَانِى কাহা مَنْ رَّاٰنِى কাহা,
জিছ কা ছায়া নেহি উছকা ছানি কাহা, উন কা এক মুজিযা আজ কি রাত হে।
জযবে হুসনে তলব হার কদম ছাত হে, দায়ে বায়ে ফিরিস্তো কি বারাত হে,
ছরপে নূরানী সেহরে কি কিয়া বাত হে, শাহা দুলহা বানা আ-জ কি রাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تَبَارَكَ اللهُ মর্যাদা আপনার!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের রাতে **আল্লাহ্ তাআলা তাজেদারে রিসালাত, ছরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মওজুদাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর দীদার দিয়ে সম্মানীত করেন, যেটার প্রার্থনা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর অন্তরের কম্পন হয়ে রইলো। এমনকি এই আশা ও প্রার্থনা হয়ে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মোবারক মুখে এসে গেলো এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করলেন: رَبِّ اَرِنِیْ অর্থাৎ- **হে আমার রব!** আমাকে তোমার দীদার দাও। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "لَنْ تَرٰىنِیْ অর্থাৎ- তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না।" কিন্তু যখন কথা তার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে আসলো তখন নিজেই হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে পাঠিয়ে তাঁর মাহবুব কে ডাকলেন এবং তাঁর দীদার দ্বারা ফয়েয প্রাপ্ত করলেন। তখনি তো আশিকে মাহে রিসালাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতইনা সুন্দর বলেছেন:

تَبَارَكَ اللهُ শান তেরী তুঝি কো যেবা হে বে নিয়াজী,

কহী তো ওয় জওশে لَنْ تَرٰىنِیْ কহি তাকাজে ওয়েসাল কে থে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

কবিতার ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ- **হে আল্লাহ্!** তুমি বড়ই বরকত ওয়ালা এবং তোমার মর্যাদা খুব সুউচ্চ এবং অমুখাপেক্ষীতা তোমার মর্যাদার যোগ্য। আর তোমার কাজ কতই না অনন্য, একদিকে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দীদার চাওয়া সত্ত্বেও বলে ছিলে "হে মুসা! তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবেনা" আর অন্যদিকে **তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাতের আকাংখা বর্ণনা করছেন।

(শরহে কালামে রযা, ৬৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আজকের রাতে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুলা হয়েছেন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে করীমের মধ্যে মেরাজের ঘটনার কিছু অংশ এই শব্দাবলীর সাথে ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ১নং আয়াতে এইভাবে ইরশাদ করেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তারই জন্য যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি যাতে আমি তাকে আপন মহান নিদর্শণ সমূহ দেখায় নিশ্চয়ই তিনি শুনেন, দেখেন।

হযরত সদরুল আফাযীল মাওলানা সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফানে এই আয়াতে মোবারকা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন: মেরাজ শরীফ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** মহান নেয়ামত, আর এর দ্বারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ পরিপূর্ণ নৈকট্যতা প্রকাশ পাচ্ছে যা **আল্লাহ্ তাআলার** সৃষ্টির মধ্যে তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেরাজ শরীফ জাগ্রত অবস্থায় শরীর এবং রূহ সহকারে হয়েছে। এটাই জমহুর (অধিকাংশ) আহলে ইসলামের আকিদা। আর **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীদের দল সমূহ এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রসিদ্ধ সাহাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এটা মানার পক্ষে। **(খাযাইনুল ইরফান, ৫২৫ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আজকের রাতের এই মহান ঘটনাকে কুরআনে পাকে শব্দ "سُبْحٰن" দ্বারা শুরু করেছেন, যার দ্বার উদ্দেশ্য হলো **আল্লাহ্ তাআলার** পবিত্রতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সত্ত্বা প্রত্যেক দোষ এবং অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। তার মধ্যে হিকমত হলো এই যে, মেরাজ স্বশরীরে হওয়ার উপর অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে যতই অভিযোগ হয়ে থাকুক না কেন ঐ সব কিছুর উত্তর হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

উদাহরণ স্বরূপ **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীর সহকারে বায়তুল মুকাদ্দাস অথবা আসমানে তাশরীফ নেয়া এবং সেখান থেকে "ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى" (**আল্লাহ্ তাআলা** নিকটে) স্থানে পৌঁছাবার অল্প সময়ে আবার ফিরে আশা অস্বীকারকারীদের জন্য অসম্ভব ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা** "سُبْحٰن" শব্দ বলে এটাই প্রকাশ করে দিলেন যে, এই সমস্ত কাজ আমার জন্যও যদি অসম্ভব হয়, তাহলে এটাই আমার অক্ষমতা ও দূর্বলতা হবে এবং দূর্বলতা একটি দোষ আর আমি সকল দোষ থেকে পবিত্র। (মাকালাতে কাজেমী, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর ফখরে মওজুদাত, সায়্যিদে কায়েনাত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মহান শানদার মুজিযার উপর অনর্থক অভিযোগ করা নতুন কোন কথা নয় বরং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় যুগ থেকে এখন পর্যন্ত অবুঝ লোক এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে অজ্ঞ লোক এই মহান মুজিযাকে অস্বীকার করে আসছে। একজন মুসলমানের জন্য অথচ এটাই যথেষ্ট যে, এই ঘটনাকে বিবেক দিয়ে না মেপে তার জায়গায় **আল্লাহ্ তাআলা**র শক্তি এবং কুদরতকে তার দৃষ্টির সামনে রাখা। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এই কথাকে আরো অধিক ভালভাবে বুঝার জন্য হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উম্মত হযরত সায়্যিদুনা আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই কারামত মনের মধ্যে রাখবেন যে, তিনি ৮০ গজ লম্বা এবং ৪০ গজ চওড়া হিরা এবং মুক্তা দ্বারা সজ্জিত সিংহাসন চোখের পলক মারার আগে ইয়েমেন থেকে সিরিয়ার মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। এই ঘটনাকে **আল্লাহ্ তাআলা** ১৯ পারার সূরা নমলের ৪০ নং আয়াতের মধ্যে এভাবে ইরশাদ করেন:

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ ব্যক্তি আরয করলো যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিলো, আমি সেটা হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই। (পারা- ১৯, সূরা- নমল, আয়াত- ৪০)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! যখন **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর একজন উম্মতকে শত কোটি মাইল দূরে অবস্থিত অনেক ভারী সিংহাসন চোখের পলক মারার আগে উঠিয়ে নিয়ে আসার শক্তি দান করেছেন, তাহলে অবশ্যই সেই **রব তাআলা** নিজ সত্ত্বাগত শক্তি এবং কুদরতের মাধ্যমে **প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রাতের কিছু অংশে মাকান এবং লা-মকানে সফর করার উপর ক্ষমতাবান। আমাদের আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

খেরদ ছে কেহ দো কে ছর ঝুহকালে গোমাঁ ছে গুজরে গুজর নে ওয়ালে,
পড়ে হে ইয়া খোদ জেহত কো লালে কিছে বাতায়ে কিদর গেয়ে থে।
সুরাগে আইন ওয়া মাতা কাহা থা নিশানে কায়ফ ওয়া ইলা কাহা থা,
না কোয়ি রাহি না কোয়ি সাথি না সংগে মাঞ্জিল না মারহালে থে।
কিসে মিলে ঘাট কা কিনারা কিদার সে গুজরা কাহা উতারা,
ভরা জো মিছলে নজর তরারা ওয়া আপনি আকোঁ ছে খোদ চোপে থে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

পংক্তির সমূহের ব্যাখ্যা:

(১) অর্থাৎ- বিবেককে বলে দাও যে, তুমি কোন ধ্যানের মধ্যে ডুবে আছো, এই দৃশ্য তোমার বুঝে আসবে না, তাই মাথা পেতে মেনে নাও। কেননা, গমনকারী গমন করেছেন এবং তোমার মনও জানতে পারেনি এবং তুমি কিভাবে জানতে পারবে এমনকি ছয় দিকগুলোরও এ কথার কোন খবর ছিলো না যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে কোন দিকে গিয়ে ছিলেন। **(শরহে কালামে রযা, ৬৬ পৃষ্ঠা)**

(২) কেউ যদি বলে যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শবে মেরাজ কোথায়? কখন? এবং কিভাবে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে ছিলেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কারও কাছে নেই। কেননা, সেখানে "কখন" এবং "কোথায়" এর কল্পনাও ছিলো না আর না ছিলো "কিভাবে" এবং "কতটুকু" এর চিহ্ন। আর সেখানে না কেউ তাঁর সাথী ছিলো এবং না কোন স্থানের (মানজিলের) চিহ্ন ছিলো। **(শরহে কালামে রযা, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ আজকের রাতের এই মহান মেরাজের ঘটনা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য মুজিযা সমূহকে আকল দ্বারা পরিমাপ করার স্থলে সত্য অন্তরে মেনে নিই এবং নিজের ঈমানের হিফাযতের জন্য এমন লোকদের থেকে দূরে থাকবো। যারা **প্রিয় আক্বা, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা সমূহ এবং ক্ষমতাও পূর্ণতা অস্বীকার করে আর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে বেয়াদবী এবং অসৌজন্য মূলক আচরণ করে। আমাদের আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

হাই বাক্বী জিস কি করতা হে সানা, মরতে দম তক উসকি মিদহাত কিজিয়ে,
জিস কা হুসন আল্লাহ্ কো ভি ভা গিয়া, এ্যয়ছে পিয়ারে সে মুহাব্বত কিজিয়ে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পংক্তির সমূহের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ- ঐ খোদা যিনি সব সময় বিদ্যমান এবং জীবিত। যখন তিনি তাঁর প্রিয় জনের গুণগান করেন তখন তার বান্দাদের বুঝা উচিত, তিনি এটাই চাইছেন যে, প্রত্যেক সব সময় আমার মাহবুবের গুণগান করে যেন সে আমার মাহবুবের মাহবুব হয়ে আমার ও মাহবুব হয়ে যায়। কেননা, বন্ধুর বন্ধুরও বন্ধু হয়ে যায়।

যে **প্রিয় আক্বা, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও জামালিয়াত **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট পছন্দ হলো। হে গুনাহগারগণ! দুনিয়ার ধ্বংসশীল সৌন্দর্য্যের পিছনে পড়ার স্থলে তাঁর মাহবুবের নূরানী মুখমণ্ডল এবং কারো বাবরী চুল মুহাব্বত করো। যার কারণে সারা বিশ্বে বসন্ত আসলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজের ঘটনার হিকমত সমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য; "فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَايَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ অর্থাৎ- হাকীমের কোন কাজই হিকমত থেকে খালি হয় না।"

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে হিকমত লুকায়িত থাকে। যা অনুধাবন করা থেকে আমাদের বিবেক অক্ষম। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজ করিয়েছেন, এর মধ্যে একটি হিকমত **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক, সাইয়্যাহে আফলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর খুশি করা এবং তাঁকে স্বান্তনা দেয়ার জন্য। যে দিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাফা পাহাড় চূঁড়ায় উঠে দণ্ডায়মান হয়ে মক্কার কোরাইশদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন, সে দিন থেকে কাফেরদের ঘৃণা এবং শত্রুতার আগুন জ্বলতে শুরু করলো। প্রত্যেক দিক থেকে বিপদ-আপদ এবং কষ্টের বন্যা আসা শুরু হলো। দুঃখ-বেদনা ও পেরেশানীর অন্ধকার দিন দিন গভীরতর হতে লাগলো। কিন্তু এই বিপদাপন্ন অবস্থায় **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালেব এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর উপস্থিতি প্রত্যেক কঠিন মূহুর্তে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য শান্তি এবং প্রশান্তির কারণ ছিলো। নবুয়্যত ঘোষণা হওয়ার দশম বৎসরে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচার ইন্তিকাল হয়। এই শোকের ব্যথা এখনো পরিপূর্ণ ভাবে যায়নি যে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথী এবং চিন্তা দূরকারীনী হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا ইন্তেকাল করলেন। মক্কার কাফেরদের এখন এই বাড়াবাড়ি থেকে বাধা দানকারী এবং তাদের অত্যাচার ও গালিগালাজের উপর তিরস্কারকারী আর কেউ বাকী রইলো না। যার কারণে তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট দেয়ার মাত্রা (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট সমূহ) সহ্য করার সীমানা ছাড়িয়ে গেলো।

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফ শরীফ গেলেন যে, হয়তো সেখানকার লোকেরা **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাওয়াত কবুল করার জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু সেখানে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে এমন অত্যাচার মূলক আচরণ করা হয়ে ছে যার বিবরণ দেয়ার মতো নয়। এই অবস্থায় যখন প্রকাশ্যভাবে চতুর্দিক থেকে হতাশার অন্ধকার ঘিরে ফেলে ছিলো এবং প্রকাশ্য আশ্রয়স্থল ভেঙ্গে গিয়ে ছিলো,

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা নিজ রহমতে তার মহানত্ব ও বড়ত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শণ সমূকে দেখানোর জন্য **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উর্দ্ধ জগতে সফর করারজন্য আহ্বান করলেন, যেন বর্তমানের প্রকাশ্যে অসৌজন্য মূলক কাজ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরো অধিক চিন্তিত না করে।

যাহে ইয্য ও ই'তিলায়ে মুহাম্মদ (ﷺ), কে হে আরশে হক যেরে পায়ে মুহাম্মদ (ﷺ)।
মকা আরশ উনকা ফলক ফরশ উন কা, মালাক খাদিমানে সারায়ে মুহাম্মদ (ﷺ)।
খোদা কি রিযা চাহতে হে দো-আলম, খোদা চাহতা হে রিযায়ে মুহাম্মদ (ﷺ)।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৬৫ পৃষ্ঠা)

পংক্তির সমূহের ব্যাখ্যা:

☆ سُبْحٰنَ الله এটা কি কথা এটা কি কথা? **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যে, আরশ মুয়াল্লা তাঁর সব কিছুর উর্দ্ধে হওয়া সত্ত্বেও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পা মোবারকের নিচে।

☆ যার থামানোটা ছিলো আরশের উপর এবং থাকাটা ছিলো ফরশের উপর (এবং অতিক্রম করাটা ছিলো আসমানের মধ্য দিয়ে) যখন ফেরেশতারা তাঁর দৌলতখানার কর্মচারী।

☆ উভয় জগত **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির অনুসন্ধানকারী এবং **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আর একটি হিকমত:

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মেরাজের ঘটনার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

(২)... ঐ সমস্ত মুজিযা এবং মর্যাদা সমূহ যা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদেরকে عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আলাদা আলাদা ভাবে দেয়া হয়েছে, ঐ সবগুলো বরং সেগুলো থেকে বড় অনেক মুজিযা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর এই মর্যাদা মিলেছে যে, তিনি তুর পাহাড়ে গিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে কথা বলতেন। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে চতুর্থ আসমানে আহ্বান করা হয়েছে এবং হযরত সায়্যিদুনা ইদরীস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জান্নাতের মধ্যে ডাকা হয়েছে। তবে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজ করানো হয়েছে। যেটার মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে কথাবার্তা হয়েছে, আসমানের সফরও হয়েছে, বেহেস্ত ও দোযখের দেখাও হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত মর্যাদা একটি মেরাজের মাধ্যমে অতিক্রম করে দেয়া হয়েছে। (শানে হাবীবুর রহমান, ১০৭ পৃষ্ঠা)

তুর পর কোয়ি, কোয়ি চরখ পে ইয়ে আরশ ছে পার,
ছারে বালাও পে বালা রহি বালায়ি দোস্ত। (হাদায়িকে বখশিশ, ৬৩ পৃষ্ঠা)

পংক্তির ব্যাখ্যা: কারো মেরাজ তুর পাহাড় পর্যন্ত (যেমন হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) কারো চতুর্থ আসমান পর্যন্ত (যেমন হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) আর **আমাদের আক্বা, হাবীবে কিবরীয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের বৃত্তে কে পৌঁছাতে পারে। কেননা, তার উচ্চতা সমস্ত উচ্চতার উপরেরও উপর।

ছারে উঁচু মে উঁচা ছামাজ-য়ে জিছে, হে উছ উঁচে ছে উঁচা হামারা নবী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আরও একটি হিকমত:

(৩)... মেরাজে মুস্তফার একটি হিকমত এটাও যে, সমস্ত নবীগণ, পয়গাম্বরগণ, **আল্লাহ্ তাআলা**, বেহেশত, দোযখের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং নিজ নিজ উম্মতদেরকে اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا الله পড়িয়েছেন কিন্তু এই সমস্ত হযরতদের (আম্বিয়ায়ে কিরাম) মধ্য থেকে কারো সাক্ষ্য না দেখা ছিলো না শোনা ছিলো । আর সাক্ষ্যের চুড়ান্ত পর্যায় হলো দেখা। তখন প্রয়োজন ছিলো যে, এই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর পবিত্র জামায়াতের মধ্যে থেকে কোন এমন একজন সাক্ষী হওয়া যে, যিনি এই সমস্ত কিছু দেখে সাক্ষ্য দিবে এবং তার সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

এই শাহাদাতের পরিপূর্ণতা **আমাদের আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাতের মাধ্যমে হয়েছে। (যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত কিছু তার চোখ মোবারক দিয়ে দেখেছেন।) (শানে হাবীবুর রহমান, ১০৭ পৃষ্ঠা)

ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কি সুন্দরভাবে বলেছেন:

তুরে মূসা চরখে ঈসা, কিয়া মসা-বী দানা হো,
সব জেহেত কে দায়েরে মে, শশ জেহেত সে তুম ওয়ারা হো।
সব মকা মে তোম লা মকা মে, তন হে তোম জানে ছাফা হো।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

পংক্তির সমূহের ব্যাখ্যা:

☆ অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তুর পাহাড়ে ডাকা হয়ে ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে আসমানে ডাকা হয়ে ছিলো এবং **আমাদের আক্বা, হাবীবুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরশে ডেকে "ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى" এর নৈকট্য দান করে হয়ে ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে তুর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ নৈকট্যের কখনো সমান হতে পারে না।

☆ সমস্ত নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কোন না কোন একটি সীমানার মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে বিশেষ বিশেষ শানদার কামালাত এবং মুজিযা দান করা হয়েছে, কিন্তু **হে আমার আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**! আপনার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মর্যাদার কোন সীমানা নেই। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত দিক এবং বাউন্ডারী মুক্ত।

☆ **হে প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** সমস্ত নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মকানের মধ্যে রয়েছে এবং **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান হলো এই যে, **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লা-মকানে সফর করে এসেছেন। সমস্ত নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যদি শরীর হয়, তখন **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র প্রাণ এবং রূহের মতো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মেরাজে মুস্তফার আরএকটি বিশেষ হিকমত:

(৪)... **আল্লাহ্ তাআলার তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত ধন-ভান্ডারের মালিক বনিয়ে দিয়েছেন। **আল্লাহ্ তাআলা** ৩০ পারার সূরা কাউছার-এর ১নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ ؕ﴿۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! আমি আপনাকে অসংখ্য সৌন্দর্য্য সমূহ দান করেছি।

বুখারী শরীফের হাদীসের মধ্যে রয়েছে; **হুযুর পুরনূর, দ্বীন ও দুনিয়ার মালিক, মেরাজ শরীফের দুলা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি ঘুমন্ত ছিলাম এই অবস্থায় পথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের চাবি সমূহ নেয়া হয়ে ছিলো এবং আমার উভয় হাতে দেয়া হয়ে ছিলো।" (বুখারী, ২/৩০৩, হাদীস- ২৯৭৭) **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র ধন-ভান্ডারের মালিক।" (মুসলিম, ৫১৬/১০৩৭)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র দানে **তাঁর** সমস্ত বাদশাহীর মালিক। এজন্য বেহেস্তের পাতায় পাতায়, হুরদের চোখে চোখে মূলত (বেহেস্তের) প্রতিটি জায়গায় لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ লিখা রয়েছে। অর্থাৎ এই বস্তুগুলো **আল্লাহ্ তাআলা**র তৈরীকৃত এবং **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দানকৃত (তাই মেরাজ করানো মধ্যে) **আল্লাহ্ তাআলা**র উদ্দেশ্য এটা ছিলো যে, (উভয় জগতের ধন-সম্পদের) মালিককে তার মালিকানা দেখানো হোক। (শানে হাবীবুর রহমান, ১০৭ পৃষ্ঠা) অতএব এজন্য মেরাজের রাতে এই সফর করানো হয়ে ছিলো।

দে দিয়ে তোম কো আপনে খাজানে, রাব্বে ইজ্জত রাব্বে উলা নে।
দোনো জাহা কী নে'মত ওয়ালে, তোম পর লাখো সালাম।
তোম পর লাখো সালাম।
আরশে উলা পর রবনে বুলায়া, আপনা জলওয়া খাছ দেখা ইয়া।
খাল ওয়াত ওয়ালে জালওয়াত ওয়ালে, তোমপর লাখো সালাম ।
তোম পর লাখো সালাম।

তখ্‌ত তোমহারা আরশে খোদা কা, মুলকে খোদাহে মিলক তোমহারা,
রব কি আ'লা খিলাফত ওয়ালে, তোম পর লাখো সালাম।
তোম পর লাখো সালাম।
তোমকো দেখা হক কো দেখা, আপকি ছোরত উচকা জালওয়া,
আচ্ছী আচ্ছী ছোরত ওয়ালে, তোম পর লাখো সালাম।
তোম পর লাখো সালাম
চশমে সরনে হক কো দেখা, দিল নে হক কো হক হি জানা,
এ্যয় হক্কানী ছোরত ওয়ালে, তোম পর লাখো সালাম।
তোম পর লাখো সালাম।

(সামানে বখশিশ, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ কি ইনায়ত-- মারহাবা, মেরাজ কী আজমত-- মারহাবা,
বুরাক্ব কি কিসমত-- মারহাবা, বুরাক্ব কি সুরআত-- মারহাবা,
আকসা কি শাওকত-- মারহাবা, নবীয়ো কি ইমামত-- মারহাবা,
আক্বা কী রিফআত-- মারহাবা, আসমা কি সিয়াহত-- মারহাবা,
মকীনে লা মকা কি আজমত-- মারহাবা, চশমানে নবুয়্যত-- মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজের মুস্তফার আর একটি হিকমত:

(৫)... মেরাজে মুস্তফার যে হিকমত সমূহ আলেমগণ বর্ণনা করেছেন তম্মধ্যে এটা ও একটি ছিল যে, **মাহবুবে করীম, রাউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশ পায় এই জন্য যখন তিনি মসজিদে আকসায় পৌছলেন তখন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ইমামতি করে ছিলেন যাতে সমস্ত আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। (মাআরিজুন নবুয়্যত, তৃতীয় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা) অতএব হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অতঃপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করলাম। অতএব আমার জন্য সমস্ত আম্বিয়াদেরকে عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام একত্রিত করা হয়েছিল। তখন সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আমাকে সমনে বাড়িয়ে দিলেন এমনকি আমি সকলের ইমামতি করলাম।"

(সুনানে নাসায়ী, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪৮)

www.dawateislami.net

নামাযে আকছা মে থা হি সির্‌রয়া হো মা'য়ানিয়ে আউয়াল আখের।
কে দস্ত বস্তা হে পিছে হাজির জু সুলতানাত আগে কর গিয়ে থে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৩২ পৃষ্ঠা)

পংক্তির ব্যাখ্যা: মেরাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে আকসার সমস্ত নবীদেরকে এবং রাসূলদেরকে عَلَيْهِمُ السَّلَام নামায পড়িয়েছিলেন তার মধ্যে এই হিকমত ছিল যে, প্রথম এবং শেষের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট হওয়া। শেষে আসার দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার শানমান- মযার্দা কম) যেই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগে নবুয়্যতের ঢংকা বাজিয়েছিল। তারা সবাই তাদের হাত বেধে **খাতামুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিছনে হাত বাধা অবস্থায় দন্ডায়মান ছিলো,

হে আশিকানে মুস্তফা! মেরাজের রাত অর্থাৎ আজকের আলো এবং নূর সমূহ, সৃষ্টিকূলে সরদার আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের মাহবুব নবীদের ইমামতি করার সাথে আসমানের ফিরিশ্‌তাদের ও ইমামতি করেছিলেন যেন, ফিরিশতাদের ও উপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। (মাআরিজুন নবুয়্যত, তৃতীয় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা) উদ্দেশ্য হলো যেদিকে যেদিকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গমন হয়েছিল, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রেষ্ঠত্ব তাদের উপর প্রকাশ করে দেয়া হয়েছিল-

আরশ পে তাজাহ ছিড় ছাড় পরশ মে তুরফা ধুম ধাম,
কান জিদর লাগায়ে তেরী হি দাস্তানা হে।
আরশ কী আকল দঙ্গ হে, চোরখ মে আসমান হে,
জানে মুরাদ আব কিদর, হায়ে তেরা মকান হে।
আরশ পে জা কে মরগে আকল, থক কে গিরা গশ আগেয়া,
আউর আভী মাঞ্জিলো পরে পেহলা হি আস্তান হে।
শানে খোদা না চাথ দে উন কে খারাম কা ওহ বায,
সিদরাহ ছে তায মে জিছে নরম সি ইক উড়ান হে।
খোউফ না রাখ রযা যরা তো তো হে আবাদে মুস্তফা,
তোর লিয়ে আমান হে, তেরে লিয়ে আমান হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মেরাজে মুস্তফার আর একটি হিকমতঃ

(৬)... **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনুল করীমে ১১ নং পারার সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াত ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের প্রান এবং ধনসম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ের উপর যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

এই আয়াতের মধ্যে রয়েছে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** মু'মিনদের প্রাণ এবং ধনসম্পদ ক্রেতা, এবং মু'মিনগণ বিক্রেতা, বেচার বস্তু (বিক্রয় করার বস্তু হলো) মু'মিনদের জান ও ধনসম্পদ এবং মূল্য হলো (বিনিময়, মুল্য) বেহেশ্ত। এই সওদাগ তথা বেচা কেনা মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের মাধ্যমে হয়েছিল। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেচা কেনার উকিল। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মু'মিনগণের বেচার বস্তু (মু'মিনদের প্রাণ) তো দেখেছিলেন, মেরাজের রাতে বিনিময় (বেহেশ্ত) দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন-

পরদা রূখে আনওয়ার ছে জু উঠ শবে মেরাজ, জান্নাত কা হাওয়া রং দো বালা শবে মেরাজ।
আয় রহমতে আলম তেরী রহমত কে তাছাদ্দুক, হার এক নে পায়া তেরা সদকা শবে মেরাজ।
জিস ওয়াক্ত ছলি শাহে মদীনা কী ছুয়ারী, সিজদা মে জুহকা আরশে মুয়াল্লা শবে মেরাজ।
ইয়ে শানে জালালত কে নেহায়ত হি আদব সে, জিব্রাঈল নে আক্বা কো জাগাইয়া শবে মেরাজ।
দোলহা তে মুহাম্মদ তো রবাতি তে ফেরেশতে, ইছশান ছে পৌহাছে মেরে মাওলা শবে মেরাজ।
মুমকিন হি নেহি আকলে দোআলম কি রছায়ী, এইছা দিয়া আল্লাহ্ নে রুতবা শবে মেরাজ।
উস মে ছে জমীলে রজবী কো বিহি আতা হো, রহমত কা বটা খাছ জু হিচ্ছা শবে মেরাজ।

(ক্বাবালায়ে বখশিশ, ৬৬,৬৭,৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মেরাজে মুস্তফার আরও একটি হিকমতঃ

(৭)... "দুররাতুন নাছিহীন" কিতাবের মধ্যে মেরাজের একটি হিকমত এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জমিন এবং আসমানের মধ্যে কথোপকথন হলো তখন জমিন আসমানের উপর গর্ব করে বললো: আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে, **আল্লাহ্ তা'য়ালা** শহর সমূহ, নদী, গাছ-পালা, পাহাড় সমূহ এবং অন্যান্য বস্তু দ্বারা আমাকে সৌন্দর্য্য দান করেছেন।

আসমান উত্তর দিলো: আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, আসমান সমূহ নক্ষত্র, আরশ, কুরসী এবং বেহেশ্ত আমার মধ্যে রয়েছে, জমিন বললো: আমার মধ্যে কা'বা অবস্থিত যার জিয়ারত এবং তাওয়াফ নবীগণ, রাসূল গণ এবং আউলিয়া ও সাধারণ মানুষগণ করে থাকেন। আসমান উত্তর দিলো, আমার উপর বায়তুল মা'মুর রয়েছে। যার তাওয়াফ ফেরেশ্তারা করে থাকেন এবং আমার মধ্যে বেহেশ্ত রয়েছে যা সমস্ত নবীগণ, রাসূলগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পবিত্র আত্মা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সমূহের ঠিকানা।

জমিন আসমান কে বললো: **সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নব্বীয়িন, হাবীবে রাব্বুল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মধ্যে অবস্থান করছেন এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শরীয়াত আমার মধ্যে চালু করেছেন।

যখন আসমান এটা শুনল তখন তো উত্তর দানে অক্ষম হলো এবং চুপ হয়ে গেল। অতঃপর আসমান **আল্লাহ্ তাআলার** দরবার আরজ করলেন, হে **আল্লাহ্ তাআলা!** তুমি অস্থির এবং পেরেশানদের কে সাহায্য করে থাকো, যখন সে তোমাকে ডাকে, অতঃপর আসমান নিবেদন করল: তুমি **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমার দিকে আহবান করুন, যেন আমি তার থেকে মর্যাদা অর্জন করতে পারি। যেভাবে তুমি জমিন কে তাঁর দ্বারা সৌন্দর্য্য দান করেছো। **আল্লাহ্ তাআলা** তার দোয়া কবুল করলেন এবং মেরাজের রাতে আসমানকে এই মর্যাদা দান করেছেন।

(দুররাতুন নাসেহীন, ১২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শাহজাদায়ে আলা হযরত "হুজ্জাতুল ইসলাম" হযরত মুফতী হামেদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কি সুন্দর ভাবে বলেছেন:

হে আবদ কাহা মা'বুদ কাহা মেরাজ কি শব হে রাজ নিহা
দো নুর হিজাবে নুরমে তে খোদ রব নে কাহা সুবহানাল্লাহা।
হে আরশে বরী পর জলওয়া ফগণ মাহবুব খোদা সুবহানাল্লাহ
এক বার হোয়া দিদার জিসে ছো বার কাহা সুবহানাল্লাহ।
হায়রান হুয়ে বারক আউর নজর এক আন হে আউর বরছে কা সফর,
রাকিব নে কাহা আল্লাহ্ গণী মারকাব নে কাহা সুবহানল্লাহ।
তালেব কা পাতা মাতলুব কো হে মাতলুব হে তালেব সে ওয়াকেফ,
পরদে মে বুলা কর মিল বিহি লে পরদা বিহি রহা সুবহানল্লাহ।
যব সিজ দো কি আখরী হদোতক জা পৌছা উবুদিয়ত ওয়ালা,
খালেক নে কাহা মাশায়াল্লাহ হযরত নে কাহা সুবহানাল্লাহ।
সমজে হামেদ ইনসান হি কিয়া ইয়ে রায় হে হুসন ওয়া উলফত কে,
খালেক কা হাবীবি কেহনা তা খালকাত নে কাহা সুবহানাল্লাহ।

(বায়াযে পাক, ৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আর ও একটি হিকমত:

(৯)... **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে হুকুম দিয়েছিলেন যে, তোমার লাঠি জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করো যখন তিনি তা জমিনে নিক্ষেপ করলেন সেটা অজগর সাপ হয়ে গেল। অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** আদেশ দিলেন ধরে নাও, যখন তিনি ধরে নিলেন সেটা আবার আগের মত লাঠি হয়ে গেল। এই সমস্ত দৃশ্য দেখানোটা এই জন্য ছিল যে, যখন মূসা কালিমুল্লাহ এর সাথে ফিরআউনের জাদুঘর দের সাথে মোকাবেলা হবে তখন যেন ঐ পরিবেশে মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার না হয়। সম্পূর্ণ দৃঢ়তার ও সাথে মোকাবেলা করতে পারে। কাল কিয়ামতের ময়দানে **নবীয়ে রহমত শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত করবেন বরং শাফায়াতের দরজা তাঁকেই খোলতে হবে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সৃষ্টির জগতের আশ্চর্য্য বস্তু সমূহ, বেহেশ্তের দরজা সমূহ এবং জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হয়েছিল, এটা ছাড়া আরো অনেক বড় বড় নিদর্শন সমূহ দেখিছিলেন যেন, কিয়ামতের ভয়ানক দিনের পরিস্থিতি তার উপর প্রভাব বিস্তার না করে, সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সুপারিশ করতে পারের। (মাআরিজুন নবুয়্যত, ৩য় খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত এর ভাইজান মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাশরের দিনের দৃশ্যের খুব বর্ণনা দিয়েছেন:

তোমহারা নাম মুছিবত মে যব লিয়া হো গা, হামারা বিগড়া হোয়া কাম বন গেয়া হো গা।
গুনাহ গার পে যব লুতফ আপ কা হো গা, কিয়া বেগাইর কিয়া বে কিয়াকিয়া হো গা।
দেখায়ি জায়েগী মাহশর মে শানে মাহবুবী, কে আপ হি কি খুশী আপ কা কাহা হো গা।
খোদায়ে পাক কি ছাহেংগে আগলে পিছলে খুশী, খোদায়ে পাক খুশী ইন কি ছাহতা হো গা।
কিছী কে পায়ো কি বেড়ী ইয়ে কাটতে হো গে, কোয়ী আসীরে গম উন কো পুকারতা হো গা।
কিছী তরফ মে ছদা আয়ে গী হুযুর আউ, নেহী তো দম মে গরীবো কা ফায়সালা হো গা।
কোয়ী কহে গা দোহায়ী হে ইয়া রাসূলাল্লাহ, তো কোয়ী তাহাম কে দামান মাছল গিয়া হো গা।
কিছী কো লে কে ছলেংগে ফেরেশ্তে সুয়েজাহীম, ওয়াহ উনকা রাস্তা পিরপির কে দেখতা হো গা।
জবান ছোকি দেখহা কর কোয়ী লবে কাউছার, জনাবে পাক কে কদমো পে গর গিয়া হো গা।
কোয়ী করীব তরাজো কোয়ী লবে কাউছার, কোয়ী ছিরাত পর উনকো পুকারতা হো গা।
ইয়ে বে করার করে গি ছদা গরীবো কী, মুকাদ্দস আকো ছে তার আশক বন্দা হোগা।
হাজার জান ফিদা নরম নরম পায়ো সে, পুকার সুন কে আসীরো কী দৌড়তা হো গা।
আজীজ বাচ্ছা কো মা জিস তরহে তালাশ করে, খোদা গাওয়াহ হাল আপ কা হো গা।
কহি গে আউর নবী ইজহাবু ইলা গাইরি, মেরে হুযুর কে লব পর আনা লাহা হো গা।
দোয়ায়ে উম্মতে বদকার বিদে লব হো গী, খোদা কে সামনে সিজদা মে ছর জুহকা হোগা।
গোলাম উন কি ইনায়ত সে চাইন মে হোংগে, আদউ হুযুর কা আফত মে মুবতালা হো গা।
মে উন কে দরকা ভিখারী হো ফজলে মাওলা ছে, হাসান ফকির কা জান্নাত মে বিস্তারা হো গা।

(যওকে নাত, ৩৫,৩৬,৩৭ পৃষ্ঠ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মেরাজে মুস্তফা এর আর একটি হিকমতঃ

(১০)... মেরাজের একটি হিকমত এটা ও রয়েছে: **সরওয়ারে কায়েনাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত প্রকারের অহী দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন অহীর প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার হলো এটা যে, **আল্লাহ্ তাআলা** কোন মাধ্যম ছাড়া কথা বলবেন এবং এটা অহীর সবচেয়ে উত্তম প্রকার অতএব মেরাজের রাতের **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কোন মাধ্যম ছাড়া কথা-বার্তা বলে ছিলেন। যেমন ২৭ পারার সূরা আল নজম এর ১০নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো।

তাফসীরের কিতাব সমূহের মধ্যে লিখা আছে; "اٰمَنَ الرَّسُوْلُ" বিশিষ্ট আয়াত যা সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে কোন মাধ্যম ছাড়া **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে থেকে শুনে ছিলেন অনুরূপ ভাবে সূরা দোহার কিছু অংশ এবং সূরা আলাম নাশরাহ মেরাজের রাতে শুনে ছিলেন।

(তাফসিরে রূহুল বয়ান, সূরা- শুরা, ৮ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

হে মুস্তফার আশিকগণ! সূরা বাক্বারার শেষের দুই আয়াত, যা **সরওয়ারে কায়েনাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খালেক কে সামাওয়াত থেকে মেরাজের রাতে বিশেষ নৈকট্যপূর্ণ অবস্থায় শুনে ছিলেন। আসুন! আমার এটার কিছু ফযীলত শুনে নিই। এবং মাঝে মাঝে তিলাওয়াত ও করতে থাকি।

হযরত সায়্যিদুনা নু'মান বিন বশীর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **শাহান শাহে মদীনা, ক্বরারে কলব ও সীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর আগে একটি কিতাব লিখেছিলেন অতঃপর ওটার মধ্যে সূরা বাক্বারার শেষের দুই আয়াত অবতরণ করেছিলেন যেই ঘরের মধ্যে তিনরাত পর্যন্ত এই দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা হবে ঐ ঘরের কাছে শয়তান আসতে পারবে না। **(সুনানুত তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৯১)**

হযরত সায়্যিদুনা আবু মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত রাতে পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০০৯)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত যথেষ্ট করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; এই দুই আয়াত তার ঐ রাতের কিয়ামের (রাতের ইবাদতের) স্থলাভিষিক্ত হবে অথবা ঐ রাত তাকে শয়তান থেকে হিফাযত রাখবে। একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে; ঐ রাতে অবতীর্ণ বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করবে। **আল্লাহ্ তাআলাই** অধিক জ্ঞাত (ফাতহুল বারী, ১০/৪৮)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত) দুঃখ-ব্যথা, পেরেশানী এবং দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট যে, ঐগুলো তিলাওয়াতকারী (অর্থাৎ সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত তিলাওয়াতকারী) اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দুঃখ ও কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে এবং যদি কখনো এসে যায়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** মুশকিল দূরীভূত করে দিবেন। অথবা সমস্ত দরূদ এবং ওযীফার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে অথবা তাহাজ্জুদের নামাযে যারা এই আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করবে, তখন অনেক তিলাওয়াত থেকে যথেষ্ট হবে। (মিরআত, ৩য় খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

বান্দা মিলনে কো করীবে হযরতে কাদির গেয়া,
লম্মায়ে বাতিন মে গুমনে জলওয়ায়ে যাহির গেয়া।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ ইয়ে উলুওয়ে খাছ আবদিয়্যত রযা,
বন্দা মিলনে কো করীবে হযরতে কাদির গেয়া।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৫২, ৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ কি ইনায়ত-- মারহাবা, মেরাজ কী আজমত-- মারহাবা,
বুরাক্ব কি কিসমত-- মারহাবা, বুরাক্ব কি সুরআত-- মারহাবা,
আকসা কি শাওকত-- মারহাবা, নবীয়ো কি ইমামত-- মারহাবা,
আক্বা কী রিফআত-- মারহাবা, আসমা কি সিরাহত-- মারহাবা,
মকীনে লা মকা কি আজমত-- মারহাবা, চশমানে নবুয়্যত-- মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মেরাজে মুস্তফার আর একটি হিকমত:

(১১)... **আল্লাহ্ তাআলা** সর্ব প্রথম **আপন হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে তাঁর বিশেষ নৈকট্যপূর্ণ স্থানের সামনে রাখলেন। যখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের আকৃতিতে পৃথিবীতে তাশরীফ আনলেন তখন তাঁর ঐ স্থানের আগ্রহ জন্মালো তাই "دَنٰى فَتَدَلّٰى" এর স্থানে বসবাস এবং আরাম লাভ করে ছিলেন।

কিয়া বনা নামে খোদা আসরা কা দোলহা নূর কা,
সর পে সাহরা নূর কা বর মে শাহানা নূর কা।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

মেরাজে মুস্তফার আর একটি হিকমত:

(১২)... একটি হিকমত এটাও বর্ণনা করা হয়ে ছিলো; আযান শিখানোর জন্য মেরাজ করানো হয়েছিলো। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে হাদীস বর্ণিত; **আল্লাহ্ তাআলার** যখন তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আযান শিখানোর ইচ্ছা করলেন, তখন জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একটি বাহন নিয়ে এসে গেলেন, যাকে বুরাক্ব বলা হয়। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটার উপর আরোহণ করলেন।

(ফাতহুল বারী, ৩য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

ওয়া হি লা মকা কে মকী হোয়ে ছারে আরশে তখত নশী হোয়ে,
ওয়হ নবী হে জিস কে হে ইয়ে মকা ওহ খোদা হে জিসকা মকা নেহি।
ছারে আরশ পর হে তেরী গুজর দিলে পরশ পর হে তেরী নজর,
মালাকুত ও মুলক মে কোয়ি শে নেহি ওহ জো তোজ পে আইয়া নেহি।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১০৮, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো "সাপ্তাহিক ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ, নিজের ঈমানকে হিফাযত এবং মজবুত করার জন্য **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর প্রত্যেক মুজিযার উপর সঠিক অন্তরে বিশ্বাস করা এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুজিযা সমূহকে বিবেক দ্বারা পরিমাপ করার স্থলে ঐগুলোর প্রতি সঠিক বিশ্বাস এবং মুহাব্বত অন্তরে সৃষ্টি করা। এজন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সব সময় সম্পর্ক রাখবে। মাদানী চ্যানেলের প্রিয় প্রিয় অনুষ্ঠানগুলো দেখবে এবং প্রত্যেক জুমার রাতে নিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার অভ্যাস তৈরী করে নিবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আমাদের আকিদা সমূহ হিফাযত হতে থাকবে। সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা আমাদের মাদানী ইন্‌আম এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজও। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই পবিত্র ইজতিমায় যেখানে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত, যিকির, দরূদ এবং দোয়ার মধ্যে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়, সেখানে ইলমে দ্বীনের জন্য সফর করা এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং অন্যান্যদের নিকট পৌঁছানোর ফযীলত অর্জিত হয়। আসুন! ইলমে দ্বীনে র ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শুনি; ইরশাদ করেন:

(১) "مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ" অর্থাৎ- যে এমন রাস্তায় চলে যে রাস্তায় ইলম তালাশ করে। তার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য বেহেস্তের রাস্তা সহজ করে দেন।"

(মুসলিম, কিতাবুজ যিকরে ওয়াদ দাওয়াত ইরা আখির বাবু ফাদলিন ইজতিমা.. ইলা আখির..... ১৪৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৯৯)

(২) ইরশাদ করেন: "مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكَفَّلَ اللهُ بِرِزْقِهٖ অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করতে থাকে **আল্লাহ্ তাআলা** তারজন্য রিযিকের যামিনদার হয়ে যান।"

(তারীখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন হিশাম, ৩/৩৯৮)

www.dawateislami.net

(৩) ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** ফরয সমূহ সম্পৃক্ত একটি অথবা দুইটি অথবা তিনটি অথবা চারটি অথবা পাঁচটি শব্দ শিখলো এবং তাকে খুব ভালভাবে মনে রাখলো, অতঃপর অন্য লোকদেরকে শিখালো তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রথম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শরীক হওয়ার বরকতে যেখানে ইলমে দ্বীন দৌলত নসীব হচ্ছে যেখানে গোনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেক কাজের প্রতি মুহাব্বতের জজবা ও জাগ্রত হচ্ছে আসুন আমরা উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার শুনি।

(মুজাফফরাবাদ কাশ্মীর এর স্থায়ী এক ইসলামী ভাই এর বর্ননা সারমর্ম; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি ছোট কালেই হাফিজে কোরআন হওয়া সত্বেও আমার উঠা বসা খারাপ বন্ধুদের সাথে ছিল। সৌভাগ্য ক্রমে আমার সাথে এমন একজন ইসলামী ভাই এর সাক্ষাত হলো যিনি দাওয়াতে ইসলামী মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন যখন তিনি আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় দাওয়াত ছিলেন তখন তার বুঝানোর পদ্ধতিটা আমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল এবং আমি ইজতিমায় শরীক হলাম। যখন আমি এই মাদানী মহলকে খুব কাছ থেকে দেখলাম তখন খুব প্রভাবিত হলাম তখন আমি দা'ওয়াতে ইসলামী চারি দিক ইলমে দ্বীনের মুক্তা বিতরণকারী প্রতিষ্টান জামেয়াতুল মদীনা এর মধ্যে দরসে নেজামী (আলিম কোর্স) করার জন্য ভর্তি হলাম এবং এই ভাবে কাল ক্রমে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রসিক্ষনের জন্য ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করে নিয়েছি।

ইয়াকীনান মুকাদ্দর কা ওহ হে সেকান্দর, জেছে খাইর ছে মিল গিয়া মাদানী মাহল।
ইহা সুন্নাতে শিখনে কো মিলে গি, দিলায়ে গা খাওফে খোদা মাদানী মাহল।
তু আ বে নামযী হে দেতা নামাযী, খোদা কে করম ছে বনা মাদানী মাহল।
গর আয়ে শরাবী মিটে হার খরাবী, ছুড়ায়ে গা এ্যয়ছা নিশা মাদানী মাহল।
এ্যয় বিমার ইছইয়া তু আজা ইহা পর, গুনাহো কী দেগা দাওয়া মাদানী মাহল।
গুনাহগারো আউ সিয়া কারও আউ, গুনাহো কো দেগা ছুড়া মাদানী মাহল।

(ওয়ায়িলে বখশিশ, ৬৪৭, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নবীগন অতুলনীয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের ঘটনা থেকে যেখানে কতিপয় হিকমত জানা গেল সেখানে ইহাও জানা গেল যে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সাদৃশ্যহীন ও উপমাহীন তাদের শান এবং মহানত্ব এর পরিমাপ এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে যখন **প্রিয় আক্বা, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বোরাকের উপর আরোহন করে বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রা করলেন তখন বোরাকের দ্রুত গতির এমন অবস্থা ছিলো যে, যেখানে তার দৃষ্টি পড়তো সেখানে তার পা পড়তো। এই সফর কালে যখন **প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمহযরত সাইয়্যেদুনা মূসা কালিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মাজারের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন যা বালির লাল টিলার পাশ্বে ছিল তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখলেন যে, মূসা তার কবর শরীফে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। (সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল ফাকায়েল বাবুল মিন ফাকায়েলে ইলা আখের, ৯২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৭৫) চিন্তা করুন যে, যখন আমরা কোন দ্রুত গতি সম্পন্ন গাড়িতে উঠি তখন আমাদের কোন কিছু বুঝে আসে না অনেক সময় দ্রুত গতির কারনে চেনা মানুষ কেও চিনতে পারি না। অথচ আমাদের গাড়ির গতি ঐ বোরাকের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর দৃষ্টি দেখুন যে, অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পূর্ণ বুরাকে আরোহন সত্বেও **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে দেখলেন এবং ইহা বলে দিলেন যে, তিনি তাঁর মাজারে পাকে নামায পড়তেছিলেন। এই খানে তাঁর মাযায়ে পাকে নামায পড়তেছিলেন। এই খানে এ কথা মনে রাখবেন যে, বায়ুতুল মুকাদ্দাস যেখানে সমস্ত নবীগন عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগতম জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন তাদের মাঝে হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامও ছিলেন এবং যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বোরাকে আহরন করে আসমানে পৌছলেন সেখানে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সাথে হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ও সাথে ৬ষ্ট আসমানে সাক্ষাত হয়ে ছিল। ইহার থেকে বুঝা গেলো আম্বিয়ায়ে কিরামদেরকে عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এমন শক্তি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, নূরানী বোরাক ও তাদের নবুয়্যতী শক্তির মোকাবিলা করতে পারেনি।

www.dawateislami.net

তাছাড়া এটাও জানা গেল যে, **আল্লাহ্ তাআলার** সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام স্বাধীনতা সম্পন্ন ও ক্ষমতা সম্পন্ন। **আল্লাহ্** তায়ালা তাদের কে এই ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে তারা যখন চাই যেখানে চাই যেতে পারে যখন অন্যান্য নবীদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام শক্তির এই অবস্থা তাহলে **আমাদের আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সমস্ত নবীদের ও ইমাম এবং সকলের সরদার ও তার শক্তির এবং স্বাধীনতার পরিমাপ কে করতে পারে? ছরকারে আ'লা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন:

খালক্ব সে আউলিয়া আউলিয়া সে রূসুল, আউর রসূলুছে আলা হামারা নবী।
মুলকে কাউ নাইন মে আম্বিয়া তাজে দার, তাজেদারু কা আক্বা হামারা নবী।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৩৮, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

পংক্তি সমূহের ব্যাখা:

☆ সকল মানুষের মধ্যে আউলিয়ায়ে কিরামগণ উত্তম। আউলিয়ায়ে কিরাম থেকে সমস্ত নবী এবং রাসূলগণ উত্তম এবং সকল রাসূল চেয়ে আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ।

☆ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام উভয় জগতের বাদশাহ হয়ে থাকেন আর **আমাদের আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা এবং সম্মান হলো এটা যে তিনি ঐ বাদশাহদের ও বাদশাহ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সরওয়ায়ে কায়েনাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেখা কিছু দৃশ্য।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের রাতে **প্রিয় মুস্তফা, কা'বা শরীফের বদরুদ দুজা, মদীনা তৈয়্যবার শামসুদ দোহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশ্ব জগত ভ্রমান করে কতগুলি আশ্চর্যজনক কুদরত সম্পন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন। বেহেশতে তাশরীফ নিয়ে যেখানে তার গোলামদের বেহেশতী ঘর এবং স্থান সমূহ দেখে ছিলেন এবং সেখানে অবাধ্যদের **আল্লাহ্**র শাস্তিতে গ্রেফতার হওয়ার দৃশ্য ও দেখে ছিলেন যারা নিজ নিজ গুনাহের কারনে অত্যন্ত কঠিন শাস্তির মধ্যে লিপ্ত আছে আসুন! শিক্ষা অর্জন করার জন্য জাহান্নামের কিছু দৃশ্যের বর্ণনা শুনি নেই।

www.dawateislami.net

বর্ণিত আছে; **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামের মধ্যে এমন কিছু লোক দেখলেন যারা লাশ খাচ্ছিল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? তিনি উত্তর দিলেন: এরা তারা যারা মানুষের মাংস খেতো (গীবত করতো)। (মুসনাদে আহমদ মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন আল আব্বাস ইলা আখের, ১/৫৫৩, হাদীস- ২৩২৪) অনুরূপ ভাবে (ইহাও দেখলেন) একটি লোক নদীতে ভেসে পাথর খাচ্ছিল, বলা হলো এটা সূদখোর। (শুয়াবুল ঈমান, আসসামেনু ওয়াস সালাছুন মি শেয়াবিল ঈমান, ৪/৩৯১, হাদীস- ৫০০৯) **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোকদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিলেন যাদের মাথা পাথর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছিল প্রত্যেকবার পিষ্ট করার পর প্রথমের মতো ঠিক হয়ে যাচ্ছিল এবং দ্বিতীয়বার পিষ্ট করা হচ্ছিল) ঐ ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের অবহেলা করা হচ্ছিল না। জিজ্ঞেসা করার উপর জিব্রাঈল উত্তর দিলেন: এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা নামায কে ভারী মনে করে মুখ ফিরিয়ে নিতো। (মাজমায়ুজ জাওয়ায়েদ কিতাবুল ঈমান বাবুন মিনহো ফিল আসরা ১/২৩৬, হাদীস- ২৩৫) কিছু লোক এমন ছিল যে, যাদেরকে আগুনের শাখায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল এরা ঐ সমস্ত লোক যারা পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় মা বাবাকে গালি দিতো। (আজ জাওয়াজের কিতাবুল নাফাশত আলাজ জাওজাত ইলা আখের আল কাবিরাতুছ ছানিয়া বায়াদাস সালাসা, ২/১৩৯) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতিপয় এমন লোকদেরকে দেখলেন যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় (বড় বড়) ছিলো তাদের উপর এমন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়ে ছিল যারা তাদের ঠোট ধরে আগুনের বড় বড় পাথর তাদের মুখে নিক্ষেপ করছিলো আর সেগুলো তাদের নীচে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিজ্ঞাসার উপর জিব্রাঈল আমীন আরজ করলেন: এরা ঐ সমস্ত লোক যারা এতিমের মাল যুলুম করে খেয়ে ছিল। (আশ শরীয়তু লিল উজরা, বাবুন-আম্বাহু আসরা বিহি - ইলা আখের, ৩/১৫৩২, হাদীস নং ১০২৭) অনুরুপ ভাবে ঐ সমস্ত লোক যারা দুনিয়ার মধ্যে নিজের সম্পদের যাকাত দেয়নি। **প্রিয় আক্বা, মেরাজের দোলা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে এমন অবস্থায় দেখলেন যে তাদের সামানে পিছনে নাড়িভূড়ি লটকাচ্ছে এবং তারা চতুস্পদ জন্তুর মতো চরতো এবং কাটাযুক্ত ঘাস এবং যাক্কুম বৃক্ষ (একটি কাটাযুক্ত এবং বিষাক্ত গাছ খাচ্ছিল) এবং জাহান্নামের (গরম) গরম পাথর খাচ্ছিল। (আত্-তারগীব ওযাত তারহীব, ১/৩০৮)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শাস্তি সমূহের উপর একটু চিন্তা করুন এবং নিজের অক্ষমতা ও দূর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দিন। আহ! আমাদের দূর্বলতার এমন অবস্থা যে হালকা জ্বর অথবা মাথা ব্যাথার তো আমার কম্পন করতে উঠি, তো অতঃপর পরকালের এই কঠিন শাস্তি কি ভাবে সহ্য করতে পারবো? আমাদের দূর্বল শরীরে কখনো এই সমস্ত শাস্তি মোকাবেলা করতে পারবেনা তাই এখনই সময় হুশের মধ্যে আসুন এবং মানুষের গীবত করা চোগলখুরী করা এবং তাদের দোষ সমূহ বের করা থেকে বিরত থাকি যে, গীবত কারী চোগলখুর এবং নির্দোষ লোকদের দোষ অনুসন্ধানকারী লোকদের কে **আল্লাহ্ তাআলা** (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে তুলবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০) অনুরূপ ভাবে সূদী কারবারের মাধ্যমে হারাম রুজি অর্জন করা এবং খাওয়া থেকে বাচঁতে থাকা কেননা সুদের একটি দিরহাম নেয়া **আল্লাহ্ তাআলা** নিকট ঐ বান্দার মুসলমান অবস্থায় ততবার ব্যভিচার করার চেয়ে আরো বড় গুনাহ। (মাজমায়ুজ জাওয়ায়েদ কিতাবুল বুইয়ু বাবুন মা জায়া ফির বিবা, ৪র্থ খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৫৭৪) তাই হালাল রুজি উপার্জন করুন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার অভ্যাস তৈরী করুন উভয় জগতে সফলতা নসীব হবে। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

হে আশিকে মুস্তফাগণ! তৎক্ষণাৎ সঠিক ভাবে প্রতিজ্ঞা করুন যে আগামীতে কখনো কারও কোন ধরনের গীবত করব না اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ এখন কোন নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ, মা-বাবার অন্তরে কখনো দুঃখ দেব না اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ, কারও ধনসম্পদ কখনো খাব না اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ যারা নিসাবের মালিক হবে নিয়্যত করবে পুরাপুরি ভাবে যাকাত আদায় করব اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ।

ইতিকাফের জন্য উৎসাহিত করনঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাচার একটি উত্তম মাধ্যম হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া প্রত্যেক মাসে তিন দিনে মাদানী কাফেলার সফর করা, মাদানী ইন আমাত সমূহের উপর আমল করা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে সম্পূর্ণ রমযান মাস অথবা শেষের দশ দিন ইতিকাফের মধ্যে অংশ গ্রহণ করা।

www.dawateislami.net

রমযানের আশিকদের জন্য সুসংবাদ যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মোবারকের আগমন হচ্ছে এবং এই মাসে বরকত সমূহ কে কি বলব! এই মাসে ইবাদত, তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদ অধিক হারে পড়ে আমল নামায় মধ্যে অধিক নেকী লেখার সুযোগ বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের উচিত যে গোণাহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এবং রাত দিন নেকীর মধ্যে কাটানোর জন্য দাওয়াতের ইসলামীর অধীনে পূরা রমযান ইতিকাফের মধ্যে শরীক হওয়ার না শুধু মাত্র নিজে নিয়্যত করবো বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদের কে ও ইনফেরাদি কৌশিশের মাধ্যমে তৈরী করবে।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "مَنِ اعْتَكَفَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ" অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব অর্জন করার নিয়্যতে ইতিকাফ করল, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (জামেয়ুছ ছগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮৪৮০)

ইয়া খোদা মাহে রমযান কে ছদ কে, সাচ্ছী তাওবা কী তাওফীক দে দে।
নেক বন জায়োঁ ঝি চাহতা হে, ইয়া খোদা তুজ ছে মেরী দোয়া হে।

(ওসায়িলে বখ্শিশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে প্রত্যেক বছর অন্যথায় জীবনে কমপক্ষে একবার তো সম্পূর্ণ রমযান মাস ইতিকাফ করে নেয়া উচিত। আমাদের **প্রিয় আক্বা, প্রিয় প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ করে রমযান মাসে খুব গুরুত্ব সহকারে ইবাদত করতেন কেননা রমযান মাসেই শবে কদর কে লুকায়িত রাখা হয়েছে। তাই এই মোবারক মাসে কে অনুসন্ধান করার জন্য **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার পূরা রমযান মাস ইতিকাফ করেছিলেন আর এই ভাবে মসজিদে অবস্থা করা বড় সৌভাগ্য এবং এতে হলে তো কোন কথাই নেই। যে, **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য নিজের সব কাজ এবং ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে নিজেকে মসজিদে বাসস্থানের মধ্যে সপে দিয়েছেন ফতোওয়ায়ে আলমগিরীর মধ্যে রয়েছে। ইতিকাফের সৌন্দর্য্য সমূহ একবারে স্পষ্ট, কেননা ওটার মাধ্যমে বান্দার **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য পরিপূর্ণ ভাবে নিজে কে **আল্লাহ্ তাআলা** ইবাদতের মধ্যে ব্যস্ত করে দেন এবং দুনিয়া এই সমস্ত ব্যস্ততা হতে একপার্শ্ব হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

যেগুলো **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তার নৈকট অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং মু'তাকিফের সমস্ত সময় হাকীকি ভাবে হউক বা হুকমী ভাবে হোক নামাযের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। (কেননা নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ও নামাযের মত সাওয়াব) এবং ইতিকাফের আসল উদেশ্য হলো জামাআত সহকারে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করা এবং ইতিকাফ কারী এই ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে যারা **আল্লাহ্ তাআলা**র অবাধ্যতার করে না এবং তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয় ওটা পালন করেন এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে যারা রাত দিন **আল্লাহ্ তাআলা**র তাসবীহ পাঠ করেন (পবিত্রতা) বর্ণনা করেন এবং তাতে বিরক্ত বোধ করেন না।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

তরবিয়্যতী ইতিকাফের মজলিস:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ইতিকাফ কালীন সময়ে নেক কাজ করা কি পরিমাণ সুযোগ মিলে। আমাদের ও প্রত্যেক বৎসর না ভুলে কমপক্ষে জীবনে একবার এই আদায়ে মুস্তফা আদায় করে পুরা রমযানুল মোবারক ইতিকাফ করা উচিত এবং অন্যদের কেও উৎসাহিত করা উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে মোবারক রমযান মাসে ইতিকাফ করার নিয়ম কানুন কে শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি শাখা "মজলিসে ইতিকাফ" ও রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মজলিসে ইতিকাফের অধীনে না শুধুমাত্র পাকিস্তানে বরং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে শত কোটি মসজিদে মসজিদ সমূহে পূরা মোবারক রমযান মাসে এবং শেষের দশ দিনে ইজতিমায়ী ভাবে ইতিকাফ করার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়। এই গুলির মধ্যে হাজার হাজার ইসলামী ভাই ইতিকাফ কারী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য নফল ইবাদত করার সৌভাগ্য ও অর্জন করতে পারছেন। এটা ছাড়া ইতিকাফের মধ্যে অযু, গোসল, নামায, রোযা এবং অন্যান্য শরয়ী মাস আলা ও শিখানো হয় এবং দৈনিক যুহরের পর এবং তারাবীহের পর দুইটি মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে করা প্রশ্ন সমূহের অন্তর সন্তুষ্ট কারী এবং ইলম ও হিকমত পরিপূর্ণ উত্তর সমূহ জানার অনেক সুযোগ হাতে আসে তাছাড়া কতিপয় ইতিকাফকারী মোবারক রমযান শেষ হওয়ার পর চাঁদের রাতেই আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাত সমূহের প্রসিক্ষণ ্র মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রহমতে হক ছে দামানে তুম আকর ভরো, মাদানী মাহুল মে কর লো তুম ইতিকাফ।
সুন্নাতী শিখনে কে লিয়ে আও তুম, মাদানী মাহুল মে কর লো তুম ইতিকাফ।
ফজলে রব ছে গুনাহো কী কালেক দুহলে, মাদানী মহুল মে কর লো তুম ইতিকাফ।
নেকীয়ো কা তোমহী খোব জজবা মিলে, মাদানী মাহুল ছে কর লো তুম ইতিকাফ।
বাহায়ি গর চাহতে হো "নামাযী পড়াহাত", মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
নেকীয়ো মে তামান্না হে "আগে বাড়াহা", মাদানী মাহুল মে কর লো তুম ইতিকাফ।
তুম কো রাহাত কী নি'মত আগর ছাহে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওসায়োলে বখ্শিশ মুরাম্মিম ৬৪০ পৃষ্ঠা)

মাদানী আতীয়াতের জন্য উৎসাহ

দা'ওয়াতে ইসলামী তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন, যার মাদানী বার্তা এখন পর্যন্ত কমপক্ষে পৃথিবী ২০০টি দেশে পৌছে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের খেদমদের জন্য ১০২টি বিভাগের মাধ্যমে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে শুধুমাত্র জামেয়াতুল মদীনা (পুরুষ ও মেয়েদের জন্য) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (পুরুষ ও মেয়েদের জন্য) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অন লাইন (পুরুষ ও মেয়েদের জন্য) এবং মাদানী চ্যালেন এর বাষিক খরচ কোটি নয় মিলিয়ন টাকা। **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী কাজের জন্য যাকাত, সদকা সমূহে মাদানী আতীয়াত দেয়ার সাথে সাথে নিজ নিজ আত্নীয়দের কে, প্রতিবেশী দেরকে এবং বন্ধু বান্দব দেরকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে তাদের কে ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফযীলত বলে মাদানী আতীয়াত সংগ্রহ করুন। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "সদকা খারাপ কাজের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়।" **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "সদকা খারাপ মৃত্যুকে প্রতিহত করে।"

লংগরে রযবীয়ার মধ্যে অংশ গ্রহণ করুন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মাহলের মধ্যে দেশে এবং বিদেশে প্রত্যেক বৎসর হাজার হাজার আশিকানে রাসূলগণ পুরা রমযান মাস এবং শেষের দশ দিন ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

www.dawateislami.net

এই সমস্ত আশিকে রাসূলের জন্য "লংগরে রজবীয়া" (সেহরী এবং ইফতারী, অনেক বড় ইন্তেজাম করতে হয় যেন এই সমস্ত আশিকে রাসূল খুশি মনে দ্বীনে মাদানী হালকা এবং মাদানী মুযাকারার মধ্যে পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে অংশ গ্রহণ করতে পারে। লংগরে রজবীয়ার মধ্যে কোটি টাকা খরচ হয় যে গুলি ইতিকাফ কারীদের থেকে নেয়া হয় না, বরং কল্যাণ কামী ইসলামী ভাইয়েরা এই নেকীর মহান কাজ নিজের অংশ অর্ন্তভূক্ত করেন। এই বৎসরেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দেশে এবং বিদেশে শত কোটি স্থানে পুরা মাস এবং শেষের দশ দিন এতে হবে। যার মধ্যে হাজার হাজার আশিকে রমযান রমযান মাসের মোবারক সময় সমূহ দ্বারা বরকত সমূহ সংগ্রহ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। সকল আশিকে রাসূল **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্টির জন্য অন্যান্য ভালো ভালো নিয়্যত সমূহের সাথে "লংগরে রযবীয়া" সাহায্যে করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ সাতাশ তারিখ রাত এবং কাল সাতাশ তারিখ দিন হবে। এই দিন অর্থাৎ রজবের ২৭ তারিখ রোযার অনেক ফযীলত রয়েছে। "যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ২৭ শে রজব রোযা রাখবে, সে ৬০ মাসের রোযার সাওয়াব পাবে। (কাফন ফেরত, ৮ পৃষ্ঠা)

১০০ বৎসরের রোযার সাওয়াব!

রজবের ২৭ তারিখের রোযার অনেক বড় ফযীলত রয়েছে। **আল্লাহর মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাদীস রয়েছে: "রজবের মধ্যে এমন একটি দিন এবং রাত রয়েছে যে ঐ দিন রোযা রাখবে এবং রাতে কিয়াম (ইবাদত) করবে যেন সে ১০০ বৎসর রোযা রেখেছেন একশ বৎসর রাত জাগরণ করল আর এটা হলো রজবের ২৭ তারিখ রাত। (শুআবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮১১) অতি সত্তর সম্মানিত শাবান মাস আসতেছে। এই মাসের রোযার ও অনেক ফযীলত রয়েছে, অতএব,

www.dawateislami.net

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(রমযানের পরে) সবার থেকে শ্রেষ্ঠ শাবানের রোযা, রমযানের সম্মানের জন্য।"

(শুআবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮১৯)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা ছিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **হুযুর পুরনূর শাফেয়ে মাহশর মাদীনার মুকুট** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পুর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন, তিনি বলেন: আমি জিজ্ঞাস করলাম; **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল মাস থেকে শাবান মাসে রোযা রাখা আপনার নিকট কি বেশী পছন্দনীয়? তখন **শাফেয়ে রোজে মাহশর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** এই বৎসর যারা মৃত্যু বরণ করবে তাদের নাম লিখে দেন এবং আমার নিকট পছন্দনীয় হলো যে, আমার মৃত্যু সময় আসুক আর আমি রোযাদর হবো।" (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৯০)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কে **মেরাজের দোলা মক্কী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় প্রত্যেকটি নফল রোযা রাখার শাবান এবং অতঃপর রমযানের সমস্ত রোযা রাখার তাওফীক দান করুক। হায় যদি! আমার পূরা রমযান মাস অথবা শেষের দশ দিন ইতিকাফ করার ক্ষেত্রে সফল হতাম। হায় যদি! ভাল ভাল নিয়্যাতের সাথে বেশি বেশী মাদানী আতীয়াত সংগ্রহ করার তাওফীক নসীব হয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সালাম করার সুন্নাত ও আদব

(১) কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। (২) মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের ১৬ তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের সারমর্ম হচ্ছে: "সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি, (৩) দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ, (৪) আগে সালাম করা সুন্নাত, (৫) প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকটবর্তী ও প্রিয়, (৬) প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন- **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) (৭) প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) (৮) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে (**আল্লাহ্**র পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম।) ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ ২২তম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠাতে লিখেন: কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আর এর চাইতে উত্তম وَرَحْمَةُ الله মিলানো, সর্বোত্তম হচ্ছে وَبَرَكَاتُهٗ শামিল করা এর অতিরিক্ত করা উচিত নয়। সালামকারী যত শব্দ বলেছে উত্তরে ততটুকু অবশ্যই বলুন উত্তম হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি করা। সালাম প্রদান কারী اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে উত্তরে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله বলবে আর যদি সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে তবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ বলবে। আর যদি وَبَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে তবে উত্তর প্রদানকারী ততটুকুই বলবে এর অতিরিক্ত বলবে না। **আল্লাহ্ তাআলাই** অধিক জানেন।

www.dawateislami.net

(৯) এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন, (১০) সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়) (১১) সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দুটি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রসিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল আয়ে সুন্নাত কে ফুল,
দেনে লেনে চলে কাফিলে মে চলো।

www.dawateislami.net